উপরে রব, নিচে র‍্যাব!!

না, উপরের বাক্যটি আমার নয়, হুমায়ুন আহমেদের ‘হলুদ হিমু আর কালো র‍্যাব’ বই থেকে ধার করা। আমার প্রিয় লেখক, হুমায়ুন আহমেদ আরো অনেক মানবধিকার র্কমীদের(!) সাথে গলা মিলিয়ে প্রায়ই র‍্যাবের ক্রস ফায়ারের বা বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ডের বিরূদ্ধে লিখে থাকেন।

গত দশকে বাংলা ভাষার এই ‘ক্রস ফায়ার’ শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের বাংলাভাষায় ‘ম্যজিক বুলেট’ এর অনেকটা প্রতিশব্দ হচ্ছে এই ‘র‍্যাব এর ‘ক্রস ফায়ার’। যে কোন সমস্যার সমাধানে অনেকে এর ব্যাবহার করার কথা বলে থাকেন বা উপদেশ দেন। যেমন যানজট নিরসনে র‍্যাবের সফল প্রয়োগ আমরা দেখেছি। তবে যখন সরকারের ঊর্ধতন র্কমর্কতারা ঢাকা শেয়ার মার্কেট ক্রাশ এর কারন অনুসন্ধানে র‍্যাবের প্রয়োগ এর কথা বলেন, তখন তাদের কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারি না।

আমার বন্ধু ও ছোট ভাই, হারুন আরো ব্যাপক ভাবে র‍্যাবের প্রয়োগ এর চিন্তা ভাবনা করে থাকে। যেমন, আশরাফুল যখন আহম্মকের মত বার বার আউট হয়ে যাবার পর দাঁত কেলিয়ে উজবুকের মত হাসতো বা আগের বারের ওর্য়াল্ড কাপে আমাদের ক্যাপ্টেন হাবা (হাবিবুল বাশার) যখন ইংল্যান্ডের বিরূদ্ধে ‘হাবা’র মত রান আউট হলো, তখন হারুন আমাকে মাঝরাতে ফোন করে দাবী করল, বলে কয়ে আশরাফুল আর হাবা’কে র‍্যাব এর ক্রস ফায়ার’ এ দেওয়ার কোন ব্যাবস্থা করা যায় কিনা!

যাই হোক, যখন কেউ র‍্যাব এর ক্রস ফায়ার’ এর সমালোচনা করেন, মানবধিকারের বড় বড় বুলি আউরান, তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই লেখা। আমাদের দেশে আমরা দেখেছি বিচার ব্যাবস্থা এবং আইনের প্রতি কাচঁকলা দেখিয়ে সন্ত্রাসীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরায়। জেল গেট’কে রিভলভিং ডোর বানিয়ে ফেলে, জেলের ভিতর আর দেশের বাইরে থেকে সেল ফোনে চাঁদাবাজি করে আর আমাদের দেশের র্ধমনিরপেক্ষ পুলিশ সেই চাঁদায় ভাগ বসায়। আর সেই সুযোগে সন্ত্রাসীরা সারা দেশের মানুষকে অসহায় অবস্থায় জিম্মি করে রাখে, আর সারা দেশের মানুষের মানবধিকারের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে।

‘ক্রস ফায়ার’ হচ্ছে এক কথায় আইন বা বিচার বর্হিভূত হত্যা। এই ক্রসফায়ারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও তথাকথিত সব্বহারা’রা। আসুন দেখা যাক র্বতমান দুনিয়ায় মানবধিকারের মা বাপ, ‘পশ্চিমা বিশ্ব’ কিভাবে এবং কতটা আইন মেনে চলে।

প্রতিটি দেশ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শুধু যে আইন তৈরী করে তা নয়, প্রয়োজনে আইনের ব্যাখ্যাও পরির্বতন করে। ৯/১১ এর পরে, বন্দীরা যাতে করে যুদ্ধবন্দী’র সুবিধা না পায় তাই তৈরী করা হল নতুন শব্দ, এনিমি কমব্যাটান্ট, কারন জেনেভা কনভানশনে এনিমি কমব্যাটান্ট দের কথা বলা হয় নাই, বলা হয়েছে যুদ্ধবন্দী’ বা পি ও ডব্লু’দের কথা। নিজেদের দেশে নিরযাতনে অনেক অসুবিধা, তাই নিরযাতনের ‘সাব কন্ট্রাক্ট’ দেওয়া হল, ইজিপ্ট আর সিরিয়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম নতুন আরেকটি শব্দের, ‘এক্সট্রা অর্ডিনারি রেন্ডিশন’। ইরাক আর লিবিয়ার যুদ্ধে সাধারন মানুষ যখন পশ্চিমাদের বোমা হামলায় নিহত হয়, তখন তারা হয়ে গেল, ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’ আর নিজেদের দেশের কেউ নিহত হলে তারা হল, ‘ইনোসেন্ট সিভিলিয়ান’!

এই সব শব্দ আর মানবধিকারের জন্ম পশ্চিমা দেশে। আর সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, লিবিয়ায় ‘নো ফ্লাইং জোন’ এর তারা কত রকম ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। লিবিয়ার গুটিকয়েক বিদ্রোহীরা হল ভাল আর বাহরাইনের আন্দলনকারীরা হল ‘ইরানী এজেন্ট’। মানবধিকার আর বাক স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে পশ্চিমাদের মুখে ফেনা উঠে গেলেও, ‘আল জাজিরা’র মত টিভি চ্যানেল তাদের দেশে হয়ে যায়, ‘সন্ত্রাসীদের মাউথপিস’!! তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সবাই যে যার সুবিধা মত আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং নতুন আইন তৈরী করে যাতে তাদের সব র্কমকান্ড আইনের আওতায় পরে।

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেই প্রানদন্ড নাই, তাই বলে অন্য দূব্বল দেশের নিরীহ মানুষদের পাইকারী হারে হত্যা করতে এইসব দেশের জুড়ি নেই।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, অনেক জঘন্য অন্যায় আছে যার জন্য সংক্ষিপ্ত বিচার এবং শাস্তির বিধান সেই অবস্থায় এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতেও গ্রহনযোগ্য। যেমন ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পর অনেক কূখ্যাত দালালা ও রাজাকার ধরা পরার পরপরই তাদের সংক্ষিপ্ত বা বিনাবিচারে হত্যা করা হয়। তা নিয়ে কোন দিন কোন মামলাও হয় নি এবং তা যে ঠিক সিদ্ধান্ত ছিল তা নিয়ে আমরা প্রায় সবাই একমত। বরং তাদের অনেককে দয়া দেখিয়ে প্রানভিক্ষা দেওয়া বা প্রচলিত আইনের হাতে সোর্পদ করা যে কি রকম মারাত্নক ভূল ছিল তা আমরা স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সন্ত্রাসীদের অভয়ারন্য আমাদের দেশের আইন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যাবস্থার র্বতমান অবস্থা যে কোন পশ্চিমা দেশের তূলনায় কমপক্ষে একশ বছর পিছিয়ে। সব পশ্চিমা দেশেই একশ বছর আগে প্রানদন্ড এর বিধান ছিল, মানব অধিকার আজকের মত ছিল না এবং বেশীরভাগ দেশে মহিলাদের ভোটাধিকারও ছিল না। আমাদের দেশের সন্ত্রাসীরা আজ প্রচলিত আইনের ঊর্ধে। এই দম বন্ধ গুমোট অবস্থায় 'র‍্যাব এর 'ক্রস ফায়ার' হচ্ছে স্বস্থির সুবাতাস। তাই আমরা দেখতে পাই, যখন কোন শীর্ষ সন্ত্রাসী 'র‍্যাব এর 'ক্রস ফায়ার'এ মারা যায় অখন সাধারন মানুষ কিভাবে খুসী হয়, এলাকায় মিষ্টি বিতরন হয়।

সন্ত্রাসীরা সমাজে ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যাক্তির জীবন রক্ষার্থে যেমন অনেক সময় অস্ত্র প্রচার করে তার হাত বা পায়ের অংশবিশেষ কেটে ফেলতে হয়, তেমনি সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজির ক্যান্সার আক্রান্ত আমাদের দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে সার্জিকাল অপারেশান এর মত র‍্যাব এর 'ক্রস ফায়ার' এর প্রয়োজন আছে এবং যতদিন সমাজ নিরাপদ না হয়, ততদিন এর প্রয়োজন থাকবে। তাবে আমাদের দেখতে হবে, র‍্যাব এর মধ্যে যেন পঁচন না ধরে বা র‍্যাব যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত না হয়, রক্ষীবাহিনীর মত। স্বাধীনতার পর সন্ত্রাস দমনে গুরুত্বর্পূন ভূমিকা রাখলেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত হওয়ার কারনে রক্ষীবাহিনীর সকল ভাল কাজ চাপা পড়ে যায়।

আইন মানুষের জন্য, মানুষ আইনের জন্য নয়। আরো অনেক উদাহরনই দেওয়া যেতে পারতো, আসল কথা হলো, উন্নত দেশের সাথে তূলনা না করে, আমাদের দেশের র্বতমান অবস্থা বুঝার চেষ্টা করুন। প্রিয় লেখক, হিমুর স্রষ্টা হুমায়ুন আহমেদ সহ, পশ্চিমের অনুকরনকারী আমাদের দেশের সকল মানবতাবাদীদের উদ্দেশ্য আমার একটি মাত্র প্রশ্ন। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুনতো, কালকে সকালে যদি সন্ত্রাসীরা আপনার স্কুলগামী বাচ্চাকে জিম্মি করে দশলাখ টাকা মুক্তিপন দাবী করে, তবে আপনি কি প্রচলিত আইন অনযায়ী আদালতের আশ্রয় নিবেন, না যদি আপনার পরিচিত বা আত্নীয়দের মধ্যে র‍্যাব এর কোন অফিসার থাকে, তার শরনাপন্ন হবেন?

ধন্যবাদ।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী, ৯ জুন ২০১১ victory1971@gmail.com